এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

"অনেক তো দিন গেল
বৃথাই সংশয়ে,
এসো এবার দ্বিধার বাধা
পার হয়ে
তোমার আমার সবার
স্বপন
মিলাই প্রাণের মোহনায়
কিসের মানা।"

মার্চ - আগষ্ট ২০২৪

আলো ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, মার্চ-আগস্ট ২০২৪

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. উত্তর-সম্পাদকীয় ৩

৩. ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে
কৃশানু দেব ৪

৪. পরিস্থিতিকে ভেদ করার দিশা দেখাক রাজ্য সম্মেলন
চঞ্চল সমাজদার ৭

৫. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা (রিপোর্টাজ)..... ১১

৬. অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা (রিপোর্টাজ) ১২

৭. সমিতিগত তৎপরতা ১৪

৮. শ্রদ্ধায় স্মরণে : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৩৪

৯. স্মরণ ৩৬

সম্পাদকীয়

উন্মীলিত হোক্ শুভচেতনা

"ইদানীং হিংস্রতাই দখলের মাটি।
ইদানীং ধর্ম জানে বিভেদের মানে।
ইদানীং বিজ্ঞাপন নিপুণ মিথ্যের।
ইদানীং জনরোষ ঘৃণার উত্থানে।
এ সময় স্থায়ী নয়। ঘুরে যাবে দ্রোহে ও প্রজ্ঞায়।
ওই তো ক'জন যুবা, বদলের
অঙ্গীকারে নেমেছে রাস্তায়।'

করোনা মহামারী পরবর্তী পৃথিবীতে নিশ্চিত হয়েছে শুধু অনিশ্চয়তা। মরণশীলতা অমোঘ জেনে শাসকেরা মেতে উঠেছেন ক্ষমতা, অস্ত্র, অর্থের মদমত্ততায়। সারা পৃথিবীরমানচিত্রকে দানবীয় মুষ্টিতে খামচে ধরে যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে প্রান্তরে প্রান্তরে। কিয়েভ দোনেৎস্ক বা গাজা-রাফা, মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপ হানাদার সেজে সীমান্তের কাঁটাতার ছিঁড়ে রক্তপাতের বীভৎসতার এক প্রচণ্ড ইচ্ছা সংক্রামিত হচ্ছে দিকে দিকে। অপরদিকে অসহায় মানুষ। বোমারু বিমানের সফ্ট টার্গেট, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে হাসপাতাল, শিশুশিক্ষালয়। আর প্রত্যক্ষ বলি না হলেও ঐ বোমারু বিমান আর

যুদ্ধাস্ত্র-এর কারণেই তামাদি হচ্ছে মজুরি, কমছে কাজের সুযোগ, মূল্যবৃদ্ধির সূচকের উত্থান প্রতিমুহূর্তে জানান দিচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন সব ঢেকে যাচ্ছে অনিশ্চয়তায়।

এই দেশ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ নয় তবু পরিস্থিতি জটিল। সার্বিকভাবে উপমহাদেশের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। ভাঙছে, আরও ভাঙার ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রতিমুহূর্তে যুক্তহচ্ছে কূট উপাদান। সে ভাঙন সংস্কৃতির ভাঙন, মূল্যবোধের ভাঙন, দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভাঙন। পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের সময়ের থেকেও বেশী বীভৎসতা নিয়ে শুরু হয়েছে লুঠ। সে লুঠ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানবসম্পদ প্রতি ক্ষেত্রেই অবাধ। ফলতঃ বাড়ছে অসাম্য, বিশ্ব জুড়েই বাড়ছে। এদেশেও বাড়ছে। Oxfam International এর তথ্য অনুসারে এদেশের ১০% মানুষের কাছে গচ্ছিত রয়েছে ৭৭% সম্পদ, ১% ধনী পরিবারের কাছে রয়েছে ৪০% সম্পদ তাই মেকি সচেতনতা দিয়ে এই অসাম্যকে রোখা যায় না। খণ্ডিত চেতনা বা পরিচিতি সত্ত্বার অন্ধত্ব নিয়ে সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক খারাপ সময়ের মধ্যেই থাকে আগামীর শুভকালের সম্ভাবনা। আর সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন হয় নিরলস লড়াই-এর, উন্নত চেতনার। প্রয়োজন হয় অনুশীলনের। সামাজিক পরিমণ্ডলেই হোক বা সাংগঠনিক পরিমণ্ডল-এ অখণ্ড চেতনার অনুশীলন, ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ এং দূরীকরণ করার মধ্য দিয়ে উন্নত চেতনার বিকাশ হয়। বিচ্ছিন্নতা বা ঐক্যবিনাশকারী পরিচিতি সত্ত্বার বিরুদ্ধে অদম্য মানসিকতা নিয়ে লড়াই-এ সামিল হওয়ার সময় এসেছে। অসাম্য, বৈষম্য, ঐক্যবিনাশী নানা প্ররোচনা, প্রলোভন বা নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত বিবেক নিয়েই দাঁড়াতে হয়। অনুগামী মানুষ, সহযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই সেই লড়াই লড়তে হয়। চিনে নিতে হয় শত্রু-মিত্র, বহুরূপী শত্রুকে।

এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক রাজ্য-সম্মেলন বিগত দিনের অভিজ্ঞতা, সফলতা, আগামীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ার সময়। অগ্রাধিকার পাক যুক্তি, প্রতিষ্ঠা পাক নীতি, জাগ্রত হোক চেতনা।—

'এ পথেই আলো জ্বেলে, এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'...

উত্তর-সম্পাদকীয়

আমার প্রতিবাদের ভাষা...

শতবর্ষে উপনীত সলিল চৌধুরী পথ হাঁটছেন আমাদের সাথে, তাঁর গান হয়ে উঠছে আমাদের প্রতিবাদের ভাষা। একমাথা বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে সেই একই পথে এগিয়ে চলেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল, উদ্দীপনার অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর কথায় ও সুরে—'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট...'। 'চির পথের সঙ্গী' রবীন্দ্রনাথ ভরসা যোগাচ্ছেন তাঁর অভয় বাণীতে—

'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ে বায়ে
আমার ভয় ভাঙ্গা এই নায়ে।

একটি ঘটনা তবে একটি মাত্র নয় অবশ্যই, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষ একটি দুঃসহ ঘটনার অভিঘাত বাংলা তথা গোটা দেশকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষোভ আর উদ্বেগের ঢেউ। গত ৯ই জানুয়ারি, ২০২৪ কর্মরতা অবস্থায় কলকাতার আর.জি. কর হাসপাতালে নির্যাতিত হয়ে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন এক তরুণী পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেনী চিকিৎসক। প্রথমে কলকাতা পুলিশ পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সিবিআই যে ধর্ষণ ও খুনের মামলাটির তদন্ত করছেন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। এই ঘটনাটির নেপথ্য রহস্য উদ্‌ঘাটন, অপরাধী সনাক্তরণ ও দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবীতে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ আজ পথে নেমেছেন, লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন যার ব্যাপ্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ততা এক 'গন-জাগরণ'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে আন্দোলিত হয়েছে, 'We demand Justice' স্লোগানে, প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর ক্রমে গর্জনে পরিণত হয়েছে। যে গণ-গর্জনের উদাহরণ স্মরণকালের মধ্যে দেখা যায়নি এই ভূখণ্ডে। যার দৃপ্ততা শাসকের রক্তচক্ষুকে না ডরানোর সংকেতবাহী, দুর্নীতি ও পেশীশক্তির সমন্বয়ে গড়েতোলা আস্ফালন চক্রের অপ্রতিহত গতিকে যে-চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছে—'শাসনে যতই ঘেরো/ আছে বল দুর্বলেরও', শিরদাঁড়া টানটান করে প্রতাপমদমত্তদের চোখে চোখ রেখে এই প্রত্যয়ে স্থিত থাকতে পারছে—

"যার ভয়ে ভীত তুমি—সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

একটি ঘটনার অগ্নি-স্ফূলিঙ্গ চাপা পড়ে থাকা ক্ষোভ ও প্রতিবাদের বারুদের স্তূপে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সেই আগুনে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলার মধ্যে দিয়ে আজ আমাদের পথ হাঁটা শুরু করতে হবে প্রতিরোধের সরণীতে, অস্থির না হয়ে—প্রস্তুত হতে হবে নৈরাজ্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপ্ত সংগ্রাম আন্দোলনের পরিসর উন্মোচন করার কাজে।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে

কৃশানু দেব

লোকসভা নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমরা কাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছি। ইতিমধ্যেই গত ১৮তম রাজ্য সম্মেলনের পর থেকে দুবছর পার হয়ে গেছে। লোকসভা নির্বাচনজনিত কারণে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন পর্ব সমাধান করা যায় নি। যদিও পরিস্থিতি আঁচ করে বিগত মার্চ মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির (ভার্চুয়াল) সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে লোকসভা নির্বাচনের পরেই সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই মোতাবেক গত জুলাই মাসের শুরুতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নভেম্বর মাসের ৮-৯ তারিখে সমিতির ১৯তম (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রাজারহাট-এর রবীন্দ্রতীর্থ প্রাঙ্গণে। উঃ ২৪ পরগণা ও কোলকাতা জেলা যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজক। রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছে আমাদের নিকট অতীতে প্রয়াত দুই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অলক গুপ্ত এবং বিশ্বজিৎ মাইতির নামে। রাজ্য সম্মেলনের আগে জুলাই মাসের ২০ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিট এবং জেলা সম্মেলনগুলি সম্পন্ন করতে হবে। সংগঠনকে মজবুত করতে ইউনিট কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। তাই ইউনিট সম্মেলনকে আলাদা গুরুত্ব দিতে হবে। সম্মেলনের নির্দেশিকা জেলা নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে গেছে যা জেলায় জেলায়সম্মেলন পর্বে সহায়ক ভূমিকা নেবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আমাদের সমিতির সম্মেলন পর্বে 'সংগঠন-সম্মেলন-তহবিল' (SST) সংগ্রহ করা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব। দু'বছরে একবার প্রত্যেক সদস্যকে এই তহবিলে নিজের বেতন থেকে অর্থ দিতে হয়। এইবার প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাজ্য সম্মেলনে সমিতির সমস্ত স্তরের মহিলা সদস্যবৃন্দ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে পরবেন। রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে নতুন সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে।

বিগত দু'বছর ঘটনাবহুল। ক্যাডার তথা সমিতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। আমাদের স্তরের আধিকারিকদের অর্থাৎ RO, SRO-II এবং SRO-I এই তিন স্তরীয় বিন্যাসে বিবর্তন হয়েছে. বর্তমানে RO, SRO-II এবং WBLRS বিন্যাস বিরাজমান যেখানে সমগ্র SRO-II পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে ৩৪৭। এই সার্ভিস তৈরির পটভূমি, তার ফলশ্রুতি, আশা, আশঙ্কা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে, জেলা পর্যায়ে একাধিক সভা, ইউটিউব, ভিডিও, ফেসবুক লাইভ প্রভৃতির মাধ্যমে বারবার সমিতির অনুগামী সহ সমস্ত ক্যাডার বন্ধুদের কাছে আমাদের সমিতির বক্তব্য, অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। এমনকি গত বছরে ৩রা জুন বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির দাবি সনদের নবরূপায়ন করা হয়েছে। তবুও আমরা লক্ষ্য করেছি যে কারোর কারোর কাছে এই বিষয়ে এখনও দ্বিধা রয়ে গেছে. সেটা হতেই পারে। এই প্রসঙ্গে যেটা মনে রাখা জরুরী সেটা হলো সমিতির বরাবরের লক্ষ্য—অর্জিত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে অপূরিত দাবি আদায়ের আন্দোলনে অবিচল থাকা এবং সময়-পরিস্থিতির সাপেক্ষে দাবি-সনদের পূনর্মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে ক্যাডারের জন্য সেরা দাবি সনদ তৈরি করে কাডার ঐক্য বজায় রাখা। আপনাদের মনে থাকবে যে বিগত ৫ম বেতন কমিশন এবং পরবর্তীতে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে আমরা যে দাবি সনদ তুলে ধরেছিলাম তাতে আমাদের মূল প্রয়াস ছিল SRO-I ও SRO-II ক্যাডারের সংযুক্তিকরণ এবং পর্যায়ক্রমে LR Service এর রূপায়ণ এবং সেই সূত্রে RO-দের পদোন্নতি ও বেতনক্রমের সঙ্গত মানোন্নয়ন। কেননা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে base cadre এর

বেতনক্রমের উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে আমাদের ত্রিস্তরীয় cadre বিন্যাসের সুষমভাবে উন্নতি হয়। এমনকি যে WBLRS গঠিত হয়েছে তার রূপায়নের ক্ষেত্রেও আমরা সেই অবস্থান থেকেই আমাদের অভিমত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করেছি। আগামী দিনেও আমরা আমাদের এই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাব যাতে আমাদের base cadre অর্থাৎ Revenue Office দের বেতনকাঠামো / পদোন্নতির মধ্যে দিয়েই সামগ্রিকভাবে বিভাগীয় আধিকারিকদের স্বার্থরক্ষা হয়। তাই আবারও বলতে চাই যে বিশেষ সাধারণ সভায় যে দাবি সনদ আমরা গ্রহণ করেছি তা আদতে আমাদের মূল দাবি অর্থাৎ সমগ্র SRO-II ক্যাডারকে WBLRS এর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে Revenue Office দের সরাসরি service feeder করার যে দাবি তার এক প্রকরণ এবং ক্যাডারের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব।

আপনাদের মনে থাকবে যে বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরে ২০২২ সালের জুলাই/আগষ্ট মাসে SRO-II এবং তার পরবর্তী সময়ে RO দের ব্যাপক বদলির আদেশনামা অধিকর্তার দপ্তর থেকে জারি করা হয়। কোনোরকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী, অবিমৃশ্যকারী মানসিকতার স্বেচ্ছাচারী আস্ফালন প্রকাশ পায় সেখানে। আমাদের অনেকের সেই ক্ষত আজও করছেন। সাম্প্রতিক অতীতে RO, SRO-II এবং Assistant Director, Deputy Director পর্যায়ের যে রদবদল ঘটেছে তার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষত কিছুটা মেরামত করা গেছে। তবে ভুক্তভোগী সবাইকে রিলিফ দিতে পারা যায় নি। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বদলি নিয়ে Revenue Officers সহ SRO-II এবং WBLRS ক্যাডারের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাডারের বদলি আমাদের পেশায় একটা স্বাভাবিক ঘটনা। অনেকের অসুবিধাজনক বদলি হয়েছে। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে গত জানুয়ারি, ২০২৪ মাসে WBLRS এবং SRO-II ক্যাডরের বদলির যে আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল তা কর্তৃপক্ষ রদ করে দেন এবং লোকসভা নির্বাচনের পরে তা নিয়ে সমিতিগত তৎপরতা আবার শুরু হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই আদেশনামা কার্যকরী হলে, বিভিন্ন মিডিয়ায় তার বর্ণনা নেতিবাচক হয়। এটা মিডিয়া ট্রায়াল কি না জানি না। এই ন্যারেটিভ তৈরির দায় বা লক্ষ্য কার সেটাও এখন স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। আপনারাও ভাবুন।

লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের ঠিক পরেই আমরা যথাক্রমে Revenue Officers দের বদলির দাবিতে Directorate Office এ এবং Revenue Officers দের পদোন্নতির দাবিতে Secretariat এ কথা বলি। সম্প্রতি ১২৬ জন Revenue Officers দের বদলির যে আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে তাতেও বিভাগীয় বদলি নীতির সার্বিক প্রতিফলন নেই।

ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্যোসাল মিডিয়াতে ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তা সহায়ক নাও হতে পারে। প্রয়োজন হলো স্বতঃস্ফূর্ততাকে যথাযথভাবে সংগঠিত আন্দোলনের পর্যায়ে রূপায়িত করা।

পদোন্নতি বিষয়েও যেটা উল্লেখ করার সেটা হলো বিগত ২০২২ সালের জুলাই মাসের পর থেকে দু'বছর পার হয়ে গেছে RO থেকে SRO-II পদে কোনো পদোন্নতি হয় নি। RO দের Graduation List হালতক হয়নি। এই লেখা যখন লিখছি তখন পর্যন্ত জানা গেছে ৩৪ জন SRO-II আধিকারিক Asst. Directoro পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে ৬৮/৭০ জন RO পদোন্নতির সূত্রে SRO-II হবেন এবং ক্রমান্বয়ে cadre strength এর শূন্যতার নিরিখে Assistant Director পদ থেকে পদোন্নতি হয়ে Deputy Director এবং Joint Director হবেন। বিভাগীয় সার্ভিস এর ক্যাডার সিডিউল এখনও প্রকাশ পায় নি।

সার্ভিস, পদোন্নতি, বদলি এই সবকিছুই আমাদের ক্যাডার গত দাবি। আমরা অর্জিত অধিকার বজায় রাখার মধ্যে দিয়েই আমাদের অপূরীত দাবি আদায়ের আন্দোলনে আছি। তবে সার্বিক কর্মচারী হিসাবে আমাদের অনর্জিত ন্যায্য অধিকার যেমন—মহার্ঘ্য ভাতা আদায়ের লক্ষ্য সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার বৃদ্ধির দাবি থেকে আমরা বিচ্যুত হব না। ট্রেড ইউনিয়নগত দাবি আদায়ের আন্দোলন তখন ফলপ্রসূ হবে যখন সাধারণ মানুষের দাবী তাতে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন জনপরিষেবা, নতুন নিয়োগ, স্থায়ী নিয়োগ এর দাবিতে আমরা সরব হব।

এই সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ করেই আমাদের সামনে সম্মেলন। মনে রাখতে হবে আমাদের সম্মেলন কোনো প্রথামাফিক গতানুগতিকতা নয়। সম্মেলনের মঞ্চই হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ পরিসর যেখানে আমরা আমাদের প্রতিটি কাজ, ত্রুটি বিচ্যুতি যা আমরা বিগত দুবছরে করতে পেরেছি এবং যা করে উঠতে পারিনি তার মূল্যায়ন করব, গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে সংগঠনের লড়াই আন্দোলনেরপথ খুঁজে নেব। দিশাহারা হয়ে নয়, বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে নয়, বিভেদের মধ্যে নয়, সংগঠিত ভাবে সামগ্রিক ক্যাডার ঐক্য ও সমঝোতার মধ্যে দিয়েই দাবি আদায় সম্ভব। ক্যাডারের ইতিহাস এর সাক্ষী আছে। আমরা সম্মিলিত ভাবেই আমাদের দাবি অর্জন করতে পারব। এই চ্যালেঞ্জ আমরা জিতবই। তাই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক সম্মেলনের বার্তা। পথ আমাদের কে আটকাবে!

"...আহ্বান, শোন আহ্বান,
আসে মাঠ-ঘাট বন পেরিয়ে
দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে
বন্যার মত বেরিয়ে
যুগ সঞ্চিত সুপ্তি দিয়েছে সাড়া
হিমগিরি শুনল কি সূর্যের ইশারা
যাত্রা শুরু উচ্ছল চলে দূর্বার বেগে তটিনী,
উত্তাল তালে উদ্দাম নাচে মুক্ত স্রোত নটিনী
এ শুধু সত্য যে নব প্রাণে জেগেছে,
রণ সাজে সেজেছে, অধিকার অর্জনে।"

পরিস্থিতিকে ভেদ করার দিশা দেখাক রাজ্য-সম্মেলন

চঞ্চল সমাজদার

আগামী নভেম্বর মাসের ৮ ও ৯ তারিখ, আমাদের প্রিয় সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন। নিউটাউনস্থিত রবীন্দ্রভবনে। ইতোমধ্যে জেলা সম্মেলনের কাজ শুরু হয়ে গেছে, চলবে সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে। আমাদের কাছে সম্মেলন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয় বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দুই বৎসর অন্তর পালনীয় কোনো উৎসব নয়। ক্যাডারস্বার্থে সংগঠনের লাগাতার লড়াই-আন্দোলন-সংগ্রামের সর্বোচ্চ মঞ্চই হলো রাজ্য সম্মেলন। বিগতদিনের পথচলার বিশ্লেষণ ও আগামীদিনের ইতিকর্তব্য নির্ধারণের রূপরেখা স্থির করার জন্যই আমরা মিলিত হব রাজ্য সম্মেলনে। বিগত রাজ্য সম্মেলনের আড়াই বছর পরে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সমগ্র রাজ্য থেকে সংগঠনের নেতা-কর্মী-সদস্যরা আসবেন, আলোচনা করবেন বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে—সামগ্রিক পরিস্থিতি, কর্মচারী আন্দোলন, ক্যাডারগত দাবীদাওয়া, সমস্যা, সংগঠনের ভূমিকা, ক্যাডার ঐক্য সহ নিজস্ব ভূমিকা পালনে সাফল্য ও ঘাটতি। আত্মসমালোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসবে আগামী দিনের করণীয়। সম্মেলন আবর্তিত হবে মূলত যে সকল বিষয় নিয়ে সেগুলি চুম্বক আকারে আলোচনা করার প্রচেষ্টার তাগিদে এই লেখা। আশা করি আপনাদের সংযোজনের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা পাবে।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বিগত ২৯শে মার্চ, ২০২৩ বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে। সার্ভিস গঠনের প্রেক্ষাপট, আমাদের দাবী মোতাবেক সার্ভিস গঠিত না হলে তার বিপদের দিক, সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, বিগতদিনে সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের উত্থাপিত দাবী (বিশেষতঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে আমাদের প্রদত্ত মেমোরান্ডাম)—এই সমস্ত বিষয়সমূহ সংগঠনের ওয়েবসাইট, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 'আলো' পত্রিকা (সফট কপি ও ওয়েবসাইটে উপলব্ধ), সংগঠনের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের বক্তব্য, লিফলেট-এর মধ্য দিয়ে সংগঠনের অনুগামী তথা সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমরা করেছি। আমি আবারও অনুরোধ করব এগুলো আপনারা পড়ুন, দেখুন। যাঁরা এই দপ্তরে চাকরী করছেন তাঁদের প্রত্যেকের উচিত এগুলো দেখা বা শোনা। অন্যান্য সংগঠনের বক্তব্যও শুনুন। শিক্ষিত মানুষ হিসাবে নিজেদের যুক্তিবোধ প্রয়োগ করুন, সিদ্ধান্ত নিন আপনি কোন পক্ষে।

একটি অসম্পূর্ণ সার্ভিস ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ইতিবাচক হলো অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ ১৮নং স্কেল পেয়েছেন। বেশ কিছু ক্যাডারের MCAS এর মধ্য দিয়ে ২৫ বছর (বর্তমানে ২৪ বছর) ও ১৬ বছর (বর্তমানে ১৫ বছর) চাকুরি পূর্ণ হওয়ার জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে পরবর্তী স্কেলে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। বদলে ৩০০/৪০০ টাকা fitment benefit দিয়ে তাদের পরবর্তী উচ্চ বেতনক্রমে ফিট করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্মানেন্ট আর্থিক ক্ষতি। সার্ভিসের পদসংখ্যা কম হওয়ার জন্য একদল মানুষ ১৮নং বেতনক্রম অবধি পৌঁছতেই পারবেন না। Constituted সার্ভিসের যে তালিকা সরকার নোটিফিকেশন জারী করে প্রকাশ করেছেন, তাতে আমাদের বিভাগীয় সার্ভিসের নাম নেই। ক্যাডার সিডিউলের ফাইল এখনও অথৈ জলে। গালভরা AD, DD, JD—শুধু ঘরের বাইরে সাইনবোর্ডে শোভা পাচ্ছে। বিন্দুমাত্র কোনো বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়নি। বরং 'শক্তিমান' ক্যাডাররা আরো বেশী ক্ষিপ্ত। আর কর্তৃপক্ষ বুঝে—না বুঝে কথায় কথায় বলছেন সার্ভিস হয়ে গেছে; আরো বেশী দায়িত্ব, কর্মদক্ষতা চাই, Do it now। অবশ্য ক্যাডারের প্রমোশন, ট্রান্সফার, পোস্টিং-এর সময় ওনাদের ক্ষেত্রে Do it now প্রযোজ্য নয়। বহুদিন সামনে একটা গাজর ঝোলানো ছিল। হাতে এল মূলো হয়ে। এখন

কেবলমাত্র দুর্গন্ধই ছড়াচ্ছে!

সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেন না ৩৪৭ জন SRO-II, অন্ততঃ নোটিফিকেশনে প্রকাশিত সংখ্যা অনুযায়ী। যদিও এই মুহূর্তে বাস্তবে এতজন SRO-II নেই। প্রায় ২৮০ জন মতো SRO-II কর্মরত। তার মধ্যে ২৪/২৫ এছাড়াও ৪৪/৪৫ জন SRO-II WBCS (Exe.)-তে Willingness দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রমোশন না হওয়ার কারণে তাঁরাও SRO-II হিসাবে কর্মরত। তদুপরি ৪৫ জন AD থেকে DD এবং ৪০ জন DD থেকে JD হওয়ার সুযোগ আছে। ফলতঃ cumulative vacancy SRO-II তে অনেকটাই বাড়বে। কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গড়িমসির জন্য সমস্ত কিছুই অত্যন্ত শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ক্যাডারের মানুষজন। বিশেষতঃ RO-রা।

সার্ভিস গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে RO দের লাভ-ক্ষতি কিছুই হয়নি। কিন্তু সমস্যা হল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত মানুষদের কিছুটা হলেও Marginal benefit হয়েছে, অথচ RO-রা যে তিমিরে ছিলেন সেখানেই রইলেন। বিগত দিনে, অন্ততঃ ১৯৮৭ সালে আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠার পর এরূপ ঘটনা কখনও ঘটেনি যেখানে ক্যাডারের দাবীদাওয়া অর্জনের সময়কালে RO দের কোনো Benefit হয়নি। বিপ্রতীপে এটা বলা যায় বিগত দিনে প্রতিটি দাবী অর্জনের ক্ষেত্রে মূলতঃ RO দেরই বেশী লাভ হয়েছে—যেমন RO দের sclae ক্রমান্বয়ে ১০ থেকে ১২ ও ১২ থেকে ১৪ হওয়া; ৩০১টি SRO-II পদবৃদ্ধির ফলে RO থেকে SRO-II প্রমোশন এর সময়সীমা ২০ বছর থেকে ৬/৭ বছরে নেমে আসা, ইত্যাদি। আমাদের সংগঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গী Base cadre অর্থাৎ RO-দের স্কেলবৃদ্ধি, promotional avenue এর Scope বাড়ানো ইত্যাদি। কারণ Base cadre যারা সংখ্যাগত দিক দিয়ে আমাদের সমগ্র ক্যাডারের সিংহভাগ, তাদের উন্নতি ঘটাতে পারলে উপরের স্তরে যাঁরা আছেন তাদের উন্নতি ঘটানো সুনিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে এই মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলতঃ সমগ্র ক্যাডার ঐক্যে ফাটল ধরার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে সন্দেহ-অবিশ্বাসের বাতাবরণ। অনেক RO রাই সিনিয়রদের বিশ্বাভঙ্গকারী হিসাবে দেখছেন। আমাদের সংগঠনের দাবী মানা হলে (৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে প্রদত্ত মেমোরান্ডাম) আজ এই পরিস্থিতি তৈরী হতো না। কিন্তু আমাদের দাবীকে অগ্রাহ্য করেই খণ্ডিত বিভাগীয় সার্ভিস আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরাই একমাত্র সংগঠন যারা আরো উন্নততর সার্ভিস ও RO-দের ন্যায্য দাবীদাওয়াকে সম্মান জানিয়ে বিগত ৩রা জুন, ২০২৩ তিন শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে দাবীসনদ গ্রহণ করেছি, যা পরিবর্তিত-পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবোচিত এবং আদায়যোগ্য দাবী হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

লক্ষ্যনীয় যে সঙ্গতভাবেই RO-দের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা-বঞ্চনা তীব্রতর হয়েছে। একে হাতিয়ার করে কেউ কেউ ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে গেছে। দাবী উঠছে RO-দের জন্য পৃথক সংগঠনের। কোনো কোনো শক্তি প্রলোভন দেখাচ্ছেন ভালো পোস্টিং-এর, এমনকি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন, তাৎক্ষণিকভাবে মরুদ্যানের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছেন। কিন্তু হায়! ইতিহাস জানলে বুঝতে পারবেন সে শুধুই মরীচিকা। বিগত ২০০২/০৩ সালে বর্তমানে থাকা আমাদের ক্যাডারের তিনটি সংগঠন বাদেও কেবলমাত্র RO দের জন্য একটি নতুন সংগঠন তৈরী হয়েছিল—স্লোগান ছিল 'SRO-I, SRO-II রা আমাদের শত্রু।' RO-দের ১৪ নং স্কেলের দাবী নিয়ে ঐ সংগঠন মামলাও করেছিল। পরবর্তীতে ৫ম বেতন কমিশন গঠনের অব্যবহিত পূর্বে RO-দের স্কেলবৃদ্ধি ঘটে ১২নং থেকে ১৪নং (অর্থাৎ তৎকালীন 'C' গ্রুপের সর্ব্বোচ্চ বেতনক্রম)। সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমিতির

একক প্রচেষ্টায়। ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত দাবী আদায় এবং ৪র্থ বেতন কমিশনের date of effect অর্থাৎ ০১.০১.১৯৯৬ থেকে ১৪নং বেতনক্রম লাগু করা—সংগঠনের ঐতিহাসিক সাফল্য, ক্যাডারের Giant leap। আর কেবলমাত্র RO-দের সংগঠন মুচলেকা দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করেছিল। পরবর্তীতে ঐ সংগঠন পুনরায় সিনিয়রদের সঙ্গে মিশে যায়, কারণ যাঁদের শত্রু বলে ঘোষণা করে তাঁদের জন্ম হয়েছিল তাঁরা তদ্দিনে নিজেরাই শত্রু হয়ে গেছেন। অর্থাৎ SRO-II পদে প্রমোশন নিয়েছেন। এই ভাঙ্গা গড়ার খেলায় বছর দশেক যে মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করা হলো তার দায় কে নেবে? অপর একটি সংগঠন বছর ত্রিশেক RO-দের থেকে সার্ভিস শুরু করতে হবে বলে ক্যাডারকে ক্ষেপিয়ে তারপর অকস্মাৎ ডিগবাজি খেয়ে বতমান সার্ভিসের গুণকীর্তন করতে ব্যস্ত, RO-রা তাঁদের কাছে এখন ব্রাত্য। এদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে। তাই RO বন্ধুদের আবারও অনুরোধ করবো কোনো ভ্রান্তির বলয়ে না থেকে আমাদের সংগঠনের পতাকাতলে আরো বেশি বেশি করে সমবেত হোন। প্রকৃত বন্ধুকে চিনুন। যুক্তি দিয়ে বিচার করে ইতিহাসকে পাথেয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

সম্মেলনে অবশ্যই আলোচনা হবে ট্রান্সফার-পোস্টিং-প্রমোশন নিয়ে। সঠিক সময়ে প্রমোশন না হওয়ার অর্থ হলো আর্থিক ক্ষতি এবং পরবর্তী প্রমোশনের ক্ষেত্রে eligibility critenon-তে পিছিয়ে পড়া। দুবছরের অধিক RO থেকে SRO-II প্রমোশন হয়নি। সঠিক সময়ে প্রমোশন হলে কমপক্ষে একটি করে বাড়তি (Promitonal increment) ইনক্রিমেন্ট পাওয়া যেত। এমনকি WBCS (Exe) বা WBLRS-এ প্রমোশন পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম যে সময়কাল SRO-II হিসাবে থাকতে হয় সেটাও পূরণ হতো। এখন প্রশ্ন এই ক্ষতির দায় কে নেবে? বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকেই এর দায় নিতে হবে। অবশ্যই সঙ্গে আছেন আমাদের ক্যাডারের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যাঁরা নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য ক্যাডারের ক্ষতিও করে দিতে পারেন।

ভূমি দপ্তরের নিজস্ব একটি ট্রান্সফার পলিসি আছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে তা মানা হচ্ছে না, বরং কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনা এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ঐরূপ ট্রান্সফার পলিসি সম্পূর্ণ ভুলুণ্ঠিত। আর এখন তো রব উঠেছে, চোর ধরতে হবে। সর্ব্বোচ্চ জায়গা থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে সে আমরা সবাই চোর, ব্যবস্থা নিতে হবে। একে হাতিয়ার করে কর্তৃপক্ষ আরো বেশী স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করেছে। গোটা ক্যাডারের উপর আক্রমণ নামছে। এই বিভাগে কর্মরত যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই জানেন দুর্নীতির উৎস কোথায়। আমাদের ক্যাডারের মানুষরা সবাই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কিন্তু সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটেছে এখানেও। কিন্তু দায় ঝেড়ে ফেলার জন্য সকল দোষের ভাগীদার বলে আমাদের দাগিয়ে দেওয়া যে পরিকল্পিতভাবে নিজেদের সাধু সাজার দুষ্কৃতীদের চেষ্টা এখন সকলেই বুঝতে পারছেন। সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ-এর মত কিছু নির্লজ্জ মিডিয়া যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করছে তাতে এই দপ্তরে চাকুরী করি একথা আর জনসমঙ্গে বলা যাচ্ছে না।

আলোচনা করতে হবে অফিসগুলির অবস্থা, কাজের পরিবেশ, কর্মচারী অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোগত সমস্যাসহ কর্তৃপক্ষের ফরমান, ইত্যাদি বিষয়ে। দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানালেও অফিসগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন তেমনভাবে হয়নি। ন্যুনতম প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ এখনও উপলব্ধ নেই। আমাদের বহু অফিসে বিশেষতঃ ব্লক অফিগুলিতে মহিলাদের জন্য washroom নেই, একথা একবিংশ শতাব্দীতে বসে ভাবা যায়! নিত্যনতুন আইন করে, ফরমান জারী করে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে,অথচ ফিল্ড লেভেলে যাঁরা কাজ করেন যেমন RI, আমিন এদের সংখ্যা হতে গোনা। অফিসে করনিক, গ্রুপ-ডি সহ স্থায়ী কর্মচারী নেই বললেই চলে। অবসরগ্রহণ করলে চেয়ার তুলে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত নিয়োগ বন্ধ, নচেৎ দুর্নীতির অভিযোগে মামলা জর্জরিত। গোদের

উপর বিষফোঁড়া দুষ্কৃতিসহ স্থানীয় মাতব্বরদের উৎপাত। প্রায়শই বিভিন্ন অফিসে হামলা হচ্ছে, অধিকারিকসহ কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে বিশেষত ব্লকস্তরে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। এই নানাবিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এবারের রাজ্য সম্মেলন বিশেষ বার্তাবহনকারী। বিগত লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ একচ্ছত্র আধিপত্যবাদকে রুখে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। দেশের সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টায় মানুষ সাধ্যমতো সঙ্গত করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের চাকুরীগত অবস্থানের বাইরে আমরা সামাজিক মানুষ। সামাজিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি, রাজনীতি আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। সকালে ঘুমভাঙা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যা কিছুই আমরা করি না কেন তার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বেসরকারীকরণ, দেশের সম্পদ বিক্রি থেকে কর্পোটেরদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেওয়া—এ সমস্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বকেয়া ডি.এ. না দেওয়া বা ডি.এ মামলা লড়তে সাধারণ মানুষের করের কোটি কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেওয়া। অর্থাৎ আমাদের গোটা জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তর দ্বারা, আর একদল বলছেন রাজনীতি করবেন না। আমরা বলি কোনো দলীয় রাজনীতি নয়, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি আমাদের করতেই হবে—নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য। পরিস্থিতির পরিবর্তন ভিন্ন আমাদের দাবীদাওয়া পূরণ সম্ভব নয়। ক্যাডারগত দাবীদাওয়া অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের লড়াইকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি নেই—এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সম্মেলনে আমরা মিলিত হব।

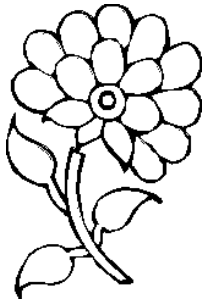

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

গত ৬ই জুলাই, ২০২৪ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরের সভায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মূল্যায়িত হয়েছে যে, সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের দেশসহ গোটা বিশ্বজুড়েই অতি দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত। ধনী দরিদ্র বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। দারিদ্র, বেরোজগারী, দুর্নীতি লাগামছাড়া। মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ যাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপ না নিতে পারে তার জন্য ধর্ম, জাত-পাত, সহ সব ধরণের পরিচিতি স্বত্বার রাজনীতিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। তবে ইতিবাচক দিক হল বিশ্বজুড়ে, এমনকি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও মানুষ মিছিল, সমাবেশসহ ধর্মঘটে সামিল হচ্ছেন। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনেও মানুষ বিচক্ষণ রায় দিয়েছেন দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান রক্ষার স্বার্থে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লষণের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির সভার আলোচনায় উঠে এসেছে সামগ্রিক কর্মচারী স্বার্থের বিষয় যেমন ন্যায্য মহার্ঘ্য ভাতা, ব্লক স্তরের অফিসগুলোতে শূন্যপদ পূরণ বিশেষতঃ আমিন পদের অভিজ্ঞতার, দক্ষতার চাহিদা সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা তৎসহ কায়েমী স্বার্থের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ যা জনস্বার্থবাহী সরকারি পরিষেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটিরসভায় গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আলোচনায় এসেছে রাজস্ব আধিকারিক (RO/WBSLRS Gr-I) সহ অন্যান্য পর্যায়ের আধিকারিকদের বকেয়া বদলির বিষয়। এরই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাজস্ব আধিরারিক (RO/WBSLRS Gr-I) সহ অন্যান্য পর্যায়ের আধিকারিকদের ন্যায্য পদোন্নতির বিষয়। এছাড়া সময়োচিত পদোন্নতি না হওয়ার কারণে এবং ন্যায্য MCAS benefit থেকে বঞ্চিত হওয়া জনিত দীঘমেয়াদী আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই অপূরিত দাবি আদায়ের জন্য সমিতি যে প্রয়াস চালাচ্ছে তা' আরও জোরদার করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বিগত সময়কালে সমিতি দপ্তরে ১লা মে, দিবস উদযাপন, ২১শে জুন সমিতির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন এবং ২২শে জুন নবাগত রাজস্ব আধিকারিকদের জন্য ভার্চুয়াল মোডে আয়োজিত কর্মশালা উপলক্ষ্যে সদস্য অনুগামীদের উৎসাহব্যঞ্জক যোগদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছে।

আগামী কর্মসূচির আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সমিতির ১৯তম (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন। এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী ৮ ও ৯ নভেম্বর, ২০২৪ সমিতির ১৯তম (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন হবে রাজারহাট/ নিউটাউনস্থিত 'রবীন্দ্রতীর্থ অডিটোরিয়ামে।

উত্তর ২৪ পরগণা ও কোলকাতা জেলা যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করবে। জেলা সম্মেলন থেকে রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের (গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রতি দশজন সদস্য পিছু এক জন প্রতিনিধি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত মহিলা সদস্য এবার রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন। প্রতিনিধি ছাড়াও দর্শক প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আগ্রহী সদস্যদের নামের তালিকাও চূড়ান্ত করতে হবে। তাছাড়া নবীন সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্য/ সদস্যা রাজা সম্মেলনে প্রতিনিধি (Ex-officio) হবেন। রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা Delegtae Fee হিসাবে ১০০.০০ টাকা দেবেন।

রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে জেলায় জেলায় ইউনিট এবং জেলা সম্মেলনগুলি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। শনিবার, রবিবার অথবা কোনো ছুটির দিনে জেলা সম্মেলন করতে হবে, কর্মদিবসে ছুটির পর নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সমিতির দুই অগ্রণী নেতৃত্ব প্রয়াত অলক গুপ্ত এবং বিশ্বজিৎ মাইতি এর স্মরণে সম্মেলন মঞ্চের নামাঙ্কন করা হবে।

রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে সংগঠন-সম্মেলন-তহবিল' (SST) সদস্যদের থেকে সংগ্রহ করতে হবে যার হার হলো সদস্যদের মূল বেতনের নিরিখে—ক. ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৬০০.০০ টাকা, খ. ৬০,০০১-৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০.০০ টাকা এবং . ৮০,০০১ এর উর্দ্ধে ১০০০ টাকা। এছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এই তহবিলে অতিরিক্ত ২০০.০০ টাকা দেবেন। SST সংগ্রহ আগস্ট/ সেপ্টেম্বর মাসের বেতন থেকে করতে হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এই মাসের মধ্যেই সব সদস্যের পুনর্নবীকরণ সম্পূর্ণ করে সেই তহবিল কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা করতে হবে।

জেলা সম্মেলনের নির্দেশিকা, SST কুপন বই, সম্মেলনের স্যুভিনর এর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ফর্ম ইত্যাদি জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে।

আগামী ১৭ই আগষ্ট ২০২৪, ১৯তম (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনাকমিটি গঠনের সভা হবে।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষে 'অভ্যর্থনা কমিটি' গঠনের সভা

গত ১৭ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতার 'বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম'-এ সমিতির ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষে 'অভ্যর্থনা কমিটি' গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৮-৯ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে নিউটাউনের 'রবীন্দ্রতীর্থ'-এ অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম এই রাজ্য-সম্মেলন-এর যুগ্ম-আয়োজক উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতা জেলা কমিটি; সমিতির প্রয়াত নেতৃদ্বয় স্মরণে 'সম্মেলন-মঞ্চ' নামাঙ্কিত হবে 'অলক গুপ্ত ও বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ' নামে।

অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ এবং উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতা জেলার বর্ষীয়ান নেতৃত্ব শুভ্রদত্ত মজুমদার ও অর্নব চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃশাণু দেব তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনের প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরে আসন্ন রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপকে আরো সংহত করার আহ্বান জানিয়ে পরিস্থিতিগত এবং ক্যাডার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমবেত সদস্যদের সম্যক্ অবহিত করেন। উত্তর ২৪ পরগণা এবং কলকাতা জেলার নেতৃত্ব সুজয় কুমার পাল এবং আদিত্য মজুমদার আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের গুরুদায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার সহ এই সম্মেলনের আয়োজনকে উপলক্ষ করে জেলা-সংগঠনকে মজবুত করে তোলার আহ্বান জানান। এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চঞ্চল সমাজদার। তাঁর দৃপ্ত বক্তব্যে পরিস্থিতির প্রতিকূলতাকে ভেদ করে সংগ্রাম-আন্দোলনের সর্বোচ্চ মঞ্চ 'রাজ্য-সম্মেলন'কে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান ধ্বনিত হয়। যুগ্ম আয়োজক দুই জেলা-কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে 'অভ্যর্থনা-কমিটি'র পদাধিকারী ও সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী। সভা থেকে প্রস্তাবিত এই 'অভ্যর্থনা কমিটি'-র নামের তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা এবং নিকটবর্তী জেলার শতাধিক সদস্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যর্থনা-কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী—অজিত দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত), প্রীতি রঞ্জন অধিকারী (অবসর প্রাপ্ত), শুভ্র দত্ত মজুমদার (উঃ ২৪) অর্ণব চৌধুরী (কলঃ), শ্যামাপদ রায় (কলঃ), নেসার আহমেদ (কলঃ), দেবব্রত ভট্টাচার্য (উঃ ২৪), অমিত চৌধুরী (উঃ ২৪), রাজা বাগ (কলঃ), শান্তা দত্ত (কলঃ), সঞ্জয় মুখার্জি (উঃ ২৪), অলোক সেনাপতি (উঃ ২৪), নিরজন গায়েন (কলঃ), পার্থপ্রতিম সাহা (উঃ ২৪)।

সভাপতি— দীপক কুমার সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত)।

কার্যকরী সভাপতি—সুব্রত ঘোষ (উঃ ২৪ পর), দেবপ্রসাদ মুখার্জি (কলঃ)।

সহ সভাপতি—রাজর্ষি পাল (কলঃ), সুদীপ্ত দত্ত (কলঃ), কমলিকা আচার্য্য (উঃ ২৪), জয়ন্তী চক্রবর্তী (উঃ ২৪)

কার্যকরী সম্পাদকদ্বয়—দ্বৈপায়নঘোষ (কলঃ), অপ্রতিমচন্দ (উঃ ২৪)।

যুগ্ম সম্পাদক—সৌরভকান্তি বেরা (কলঃ), সঞ্জয় চক্রবর্তী (উঃ ২৪)।

দপ্তর সম্পাদক—দীপাঞ্জন ঘোষদস্তিদার (কলঃ)।

কোষাধ্যক্ষ—আদিত্য মজুমদার (কলঃ)।

উপসমিতি—

দপ্তর—দীপাঞ্জন ঘোষ দস্তিদার (আহ্বায়ক, কলঃ), শুভজিৎ সান্যাল (কলঃ), বিশ্বরূপ ঘোষ (কলঃ), অমিতাভ ঘোষ (উঃ ২৪), শম্পা প্রধান (উঃ ২৪), সুজয় কুমার পাল (উঋ ২৪)।

অর্থ—আদিত্য মজুমদার (আহ্বায়ক, কলঃ), কৌশিক চ্যাটার্জী (কলঃ), দীপঙ্কর রায় (উঃ ২৪), সৌম্যব্রত দে (উঋ ২৪)।

খাদ্য—হিমাংশু বাউল (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), রাজীব শেঠ (উঃ ২৪), সূর্যকান্ত মিদ্যা (উঃ ২৪), জয় নস্কর(উঃ ২৪), মহ হবিবুর রহমান (উঃ ২৪)।

আবাসন—সুদীপ মজুমদার(আহ্বায়ক, উঃ ২৪), সমরজিৎ শেঠ (উঃ ২৪), সুরেশ প্রামাণিক (কলঃ), পুষ্পকরজন দে (উঃ ২৪)।

মঞ্চ ও প্রচার—অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য (আহ্বায়ক, কলঃ), নির্মলকুমার হালদার (উঃ ২৪)।

পরিবহন—সঞ্জীব রাজ রাও কুসুমা (আহ্বায়ক, কলঃ), অরিজিৎ ঘোষ (উ ২৪), সঞ্জীব সেন (উঃ ২৪), রাজু বাছার (উঃ ২৪), সুরেশ মণ্ডল (উঃ ২৪)।

স্বাস্থ্য—গোলাম মির্জা, (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), নিতীশ প্রামাণিক (উঃ ২৪), দিবাকর বিশ্বাস (উঃ ২৪)।

মহিলা—জারিত দাস (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), সুদেষ্ণা রায় (উঃ ২৪), গার্গী কোনার (উঃ ২৪), বিউটি মল্লিক (উঃ ২৪), সায়ন্তী মিস্ত্রী (মণ্ডল) (কলঃ), অস্মিতা দাশগুপ্ত (উঃ ২৪)।

সাংস্কৃতিক—অর্ণব চৌধুরী (আহ্বায়ক, কলঃ), আমিনুল ইসলাম খান (কলঃ)।

সমিতিগত তৎপরতা

O ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় এল. আর. সি মহোদয়কে সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে সাম্প্রতিককালে যে সব পত্র প্রেরিত হয়েছে, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা নীচে মুদ্রিত করা হল :-

Memo No.: 08/ALLO/2024 Date: 11.06.2024

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NAB ANNA, Howrah-711102.

Sub: Hierarchy to enroute Self Appraisal Report (SAR) of officers of WBLRS.
Ref: Our earlier correspondence vide No. 03/ALLO/2024 dated 12/03/2024.

Respected Sir,

With due respect, I, on behalf of our association would like to recall here that since the constitution of WBLR Service, the cadres having the designations Assistant Director, Deputy Director and Joint Director of the department have no information regarding setting of 'Hiererchy-route' of their respective Self Appraisal Report (SAR). For the very reason, they are unable to initiate their SAR for the year 2023-24. As per general norm the last date of submission of SAR is 30 June of the year.

Thus, on behalf of our association, I would like to request for your kind intervention to resolve the issue as soon as possible.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No.: 09/ALLO/2024 Date: 24.06.2024

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Promotion and transfer/posting of the Revenue Officers, SRO-IIs, Assistant Director, Deputy Director and Joint Director in the L&LR&RR&R Department and promotion to the WBCS (Exe.) from the cadre of SRO-II.

Respected Sir,

On behalf of our Association, I would like to draw your kind attention to some serious cadre related issues which require immediate consideration by the Department.

From the very inception, the WBLR Service has been framed with an incomplete structure giving rise to complication. By the very existence of a number of SRO-IIs, the matter has been complicated. Further, inordinate delay in promotion of the feeder RO cadres to SRO-II, the step-motherly attitude of the authority has been felt all along since creation of the service by all the cadres in the Department.

Now most earnestly, we would like to bring to your notice again about the pending status of orders those are kept in abeyance as well as the urgent need for issuing fresh promotion orders.

1. Since the inception of the WBLR service comprised with the cadre of Joint Director, Deputy Director and Assistant Director, though your good office has taken initiative to fill the residual vacancies, as on date, a good number of vacancies is still lying in most of the tiers of the WBLR Service.

2. It may kindly be recalled that in order to manoeuvre the posts of Deputy Director, Assistant Director and SRO-IIs of the Department, two successive transfer orders vide no 76-Estt./lE-0 1/2024 Dated 05.01.2024 & No. 77-Estt./lE-01/2024 Dated 05.01.2024 have been published from your good office, accordingly. Surprisingly, to our utter dismay, we have seen that both the orders have been kept in abeyance vide no 104-Estt./lE-01/2024 Dated 08.01.2024 and till date we have no clue as the fate of those two orders.

3. On behalf of our association, I would also like to humbly, reiterate that a number of vacancy still remains in the post of SRO-II. If the order of promotion to the post of WBCS(Exe) and Assistant Director in WBLRS are timely published, then the vacancy of SRO-II posts will be more or less around hundred, which can be immediately filled up by the promotion from the post of RO/WBSLRS Gr-I. This will not only fulfill the aspiration of the officers of the cadre of WBSLRS Gr-I but also result in creation of berth for upward movement of the cadres belong to RI and other cadres, consequently.

This is pertinent to mention that no promotion order to the post of SRO-II from RO has been notified in the last two years resulting in financial loss of ROs as well as delay in the way of fulfilling the eligibility criteria for the promotion to the post of WBCS (Exe) and WBLRS. The poor ROs at least get an increment if promotion is given in due time. But due to such inordinate delay in giving promotion, they are suffering from the financial loss which will be carried lifelong.

Hence, we urge again to take up the matter in right earnest so that the above issues may be resolved at the earliest. We expect your kind appointment to discuss the issues at your earliest convenience.

With regards,

Yours faithfully,

(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No. : 17/ALLO/2024 Date: 27/08/2024

To

The Additional Chief Secretary & LRC
Department of Land & Land Reforms and
Refugee, Relief and Rtliahilitation,
Nabanna,a 6th Floor. Howrah

Sub: Promotion of Cadres from WBSLRS Gr-1 to Special Revenue Officer-GR-II.

Respected sir,

We have come to know that a good number of posts in the cadre of SRO-II are lying vacant, and needs to be fulfilled, immediately,

As it has been irrefutably evident that after the creation of an impaired service structure, the cadre prospect of the Revenue Officers are abating day by day. Factually there is no promotion from WBSLRS Gr-l to Special Revenue Officer-GR-II in last two years. Due to such non-promotion, the WBSLRS Gr-I are not only losing their valuable prospect to be feeder of the WBLRS and WBCS (Exe), but at the same time they are also losing the promotional increment in time which is a permanent multiple financial loss in their career.

Recently, we have seen that vide No. 2612/1 E-05/2023-Estt. Dated 25/07/2024 of the Department addressing to the DLRS & Jt. LRC, West Bengal, and information has been sought for DP/VC, ACR of the Revenue Inspector for promotion to the post of Revenue Officer. We welcome such initiative. But to our utter dismay we have not seen any such effort for the promotion of Revenue Officers to the post of SRO-lIs till date.

Such a circumstance compels us to demand your kind attention and I do pray to take necessary steps for issuance of order for zone of consideration and promotion of eligible ROs to the post of SRO-I Is at the earliest.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

MemoNo.: 17/1/ALLO/2024 Date: 27/08/.2024

Copy forwarded to the DRS&S and Jt. LRC, West Bengal for kind information and necessary action.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

O আর.ও দের বকেয়া বদলির বিষয়গুলির দ্রুত সমাধানের দাবী জানিয়ে মাননীয় ভূমি-অধিকর্তার সমীপে সমিতির পক্ষ থেকে যে-সব পত্র প্রেরিত হয়েছে সেগুলি নীচে মুদ্রিত করা হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—পরবর্তীকালে গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১২৬ জন **R.O**-র বদলি সংক্রান্ত একটি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে যদিও সেই তালিকায় কিছু অপূর্ণতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যেগুলি নিয়ে ভূমি-অধিকর্তাকে অবহিত করে পুনরায় আলোচনা করা হবে।

Memo No.07/ALLO/2024 Date: 10/06/2024

To
The Director of Land Records & Surveys,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, **Gopal Nagar Road,**
Koikata - 700027.

Subject: Transfer of Revenue Officers in the ISU from A & B zone districts of West Bengal

Respected Sir,

After the Election 2024, as the cadre of the ISU are about to resume its normal duties, it is most urgently felt that the pending transfers of ROs from A & B zone needs to be brought to your immediate attention.

Several ROs, who are posted in A&B zones, are waiting for transfer to their respective home zones. Obviously, due to elections, the matter has not been pressed to the authority.

Hence, on behalf of our beloved association I earnestly urge to kindly take up the matter at the earliest.

Seeking audience in person. With regards

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No. : 18/ALLO/2024 Date: 27/08/2024

To
The Director of Land Records & Surveys
& Joint Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building. 35, Gopalnagar Road.
Alipbrc. Kolkata-700 027

Sub: Transfer of Revenue Officers, particularly from...the A-zone districts.

Respected Sir,

We anxiously express our concern for the Revenue Officers who are posted in North Bengal and Purulia (i.e. A-zone) for more than three years, as they deserve to be transferred to their home district or near to their home as per the well laid transfer policy guideline of the Department for the cadres.

Recently it has come to our knowledge that that *your* good office is now concerned with the transfer of the Revenue Officers. But we are surprised to know that the criteria for transfer from A-Zone is being considered as five-years-service in A-Zone which is not as per the transfer policy guideline. If five- years-service in A-zone is made the criteria for transfer from A-zone, then a good number of Revenue Officers will be deprived who are serving A-zone for even more than four years.

We hope that the matter can be dealt with more efficiently as per the transfer policy guidelines. Any such deviation from the existing transfer guideline or any further extension of the duration of service period in North Bengal and Purulia (i.e. in A zone) in considering the eligibility of the Revenue Officers for transfer to home district or near to their home only denies the justice in the 1SU set up.

Hence, through this letter, on behalf of our association, 1 do pray to seek your kind attention and do the needful at the earliest. We also do pray for your valuable time to discuss the issue before you at the earliest.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

MemoNo.: 18/1/ALLO/2024 Date: 27/08/.2024

Copy forwarded to the ACS & LRC, Department of Land &Land Reforms and Refugee, Relief and Rehabilitation for kind information and necessary action.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

O সাম্প্রতিককালে উত্তর দিনাজপুরের করণদীঘি, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ এবং চোপড়া (উঃ দিনাজপুর) ব্লকে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দ্বারা B.L&L.R.O. অফিসগুলিতে হাঙ্গামার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করে কর্মক্ষেত্রে আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত পত্রগুলি প্রেরিত হয়েছেঃ—

Memo No.: 06/ALLO/2024 Date: 15/05/2024

To,
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Henious attack or the officers by the miscreants at O/o, BL&LRO, Karandighi, Uttar Dinajpur.

Respected Sir,

In terms of the above captioned subject and reference, I, on behalf of our association would like to express our grave concern for your kind attention.

It is learnt that today i.e. on 15/05/2024, the BL&LRO of Karandighi, Uttar Dinajpur and other officials of the very office have been heckled by a number of miscreants while discharging their official duties.

This is repeatedly happening and the regime of hooliganism is looming large. This has to be stopped by the authorities responsible for maintaining law and order, at any cost. Otherwise, under such circumstances, it is hard for the officials to discharge their duty at ground level offices.

Such type of attack will definitely terrorise and demoralise the government officials to discharge their duties in and outside their office. This also have a tremendous effect to their families and children, back home.

Thus, on behalf of our association, I would like to request your kind self to take immediate steps to save our souls and boost the morale of the entire fraternity of the officials working under you.

Thanking you,

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo. No. 06/1(1)/ALLO/2024 Date: 15/05/2024
Copy forwarded to:-

1 . The Director of Land Records & Surveys and Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, for her kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No. : 19/ALLO/2024 Date: 28/08/2024
To
The Additional Chief Secretary & LRC
Department of Land & Land Reforms and
Refugee, Relief and Rehabilitation,
Nabanna, 6th Floor. Howrah

Subject: Henious attack on the officers at O/o, BL&LRO, Mekhligunj Block., Coochbehar District. Reference: Report published in bengali Daily Uttarbanga Sambad.

Respected Sir,

In terms of the above captioned subject and reference, I, on behalf of our association would like to express our grave concern for your kind attention.

It is learnt that on 27/08/2024, the BL&LRO of Mekhligunj, Coochbehar District and

other officials of the very office have been heckled by a number of people while discharging their official duties.

Inspite of our repeated appeal, this type of hooliganism is looming large. This has to be stopped by the authorities responsible for restoring law and order, at any cost. Otherwise, under such circumstances, it is difficult for the officials to discharge their duty at ground level offices.

Such type of attack will definitely terrorise and demoralise the government officials to discharge their duties in and out side their office. This also have a tremendous effect to their families and children, back home.

Thus, on behalf of our association, I would like to request your kind self to take immediate steps to save our souls and boost the morale of the entire fraternity of the officials working under you.

Enclo: The newspaper cutting referred above
(1st page of the Uttarbanga Songbad Dated 28/08/2024). Yours faithfully,

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No. : 19/ALLO/2024 Date: 28/08/2024

Copy forwarded to the DLR&S and Jt. LRC, West Bengal for kind information and necessary action.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

MemoNo.:20/ALLO/2024 Date:05/09/2024

To
The Additional Chief Secretary & LRC
DepartmentofLand&LandReformsand
Refugee, Relief and Rehabilitation,
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: This timeagain….attack onthe officialsatO/o, BL&LRO,Chopra, UttarDinajpurDistrict.

RespectedSir,

With utter dejection, I, on behalf of ourassociation would like todrawyour kind attention to thefact that on 03/09/2024, the officials of the O/o, BL&LRO of Chopra

under Uttar Dinajpur District havebeen heckled by the goons.

It is learnt that the matter has been booked but such type of atrocious activitiesemanating from the social debris has to be stopped by the authorities responsible for restoring law and order, at any means. Otherwise, under such circumstances, it is hard for the officials to discharge their duty at ground level offices.

Day by day we are becoming the soft target ofthe necropolitic situation which is approaching towards the limit of our patience.The situation in true sense is alarming.

Thus, on behalf of our association, I would like to requestyour kind self to take necessary steps toboost the morale of the officials working under you.

Yoursfaithfully,

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

MemoNo.:20/1/ALLO/2024 Date:05/09/2024

Copyforwarded tothe
(Krishanu Deb) GeneralSecretary

1) TheDLR&S and Jt.LRC, West Bengal forkind information and necessaryaction.
2) TheADM and DL&LRO,Uttar Dinajpur, forhiskind perusaland further action.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
(Krishanu Deb)
General Secretary

O গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে মাননীয় **LRC** মহোদয়ের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ৫ (পাঁচ) জনের একটি চীম ক্যাডারগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে রেভিনিউ অফিসারদের প্রমোশনাল স্ট্যাগনেন্সি, **fragmented** সার্ভিস তৈরির ফলে **R.O., S.R.O-II** সহ পুরো ক্যাডারের বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব অপূর্ণতা দূর করার জন্য আমাদের সমিতিগত সুনির্দিষ্ট দাবী প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিষয়ে তাঁকে সম্যক্ অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যথা: প্রমোশন, বদলি, **WBLRS**-এর ক্যাডার শিডিউল তৈরি, **SAR** এবং **Assets Declaration** জনিত সমস্যার প্রতিবিধান, **block** স্তরে ই-ভূচিত্র সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সংস্থান—ইত্যাকার প্রসঙ্গও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

সমস্ত বিষয়গুলিকে সম্পৃক্ত করে একটি বিস্তারিত নোট সমিতির পক্ষ থেকে **LRC** মহোদয়ের হাতে

তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সেই বিস্তারিত নোটের একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকাও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় ভূমি-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ ও সমিতির বক্তব্য সমস্ত ক্যাডারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১১/০৯/২০২৪ সমিতির ইউ-টিউব চ্যানেলে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

LRC-কে প্রদত্ত সমিতির স্মারকলিপি সকলের জ্ঞাতার্থে নীচে মুদ্রিত করা হ'লঃ-

Memo No.21/ALLO/2024 *Date: 06.09.2024*

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Department of Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Issues of Cadres, Infrastructure and other related problems in the L&LR&RR&R Deptt. Govt. of West Bengal

Respected Sir,

We thank you for inviting our Association for a discussion in your chamber on 6th of September, 2024 instant. This exemplary gesture is adorable and will be remembered as a milestone.

On this occasion we would like to raise certain issues that are plaguing the cadres as well as the department, particularly the ISU.

Perspective

On the backdrop of the declaration of service for the cadres, our overall assessment is that, it has created more problems than it has been able to solve.

Our longstanding demand was to create a two-tier service by way of merging the cadres of SRO II and erstwhile SRO I with ROs as sole feeder.

This was most scientific view as Land Reforms is a subject to be practiced in service as there lies no course in undergraduate to study Land Reforms as a whole. Hence the experience of ROs is the only means of building up the expertise.

But for some unknown reason, a fragmented service has been conceived which has raised more questions to be answered due to its birth with distinguishing disability.

Our Association had to cope and deal with this ill-fated service and tried to reframe our demands which was unanimously up held in our Extraordinary General Meeting held on 3rd June, 2023 in Yuva Kendra, Moulali. We were destined to encounter with our future as the awarded service spelt a doom to the base cadre i.e., RO and shrink their prospects of future career. So, obviously our imperative was to safeguard the

interest of ROs along with raising our demands harping with our fundamental demand of a two-tier service.

Hence, we endeavor to submit our views in every aspect of our cadre demands as well as how to protect the fruits of Land Reforms along with the ideas to reinforce the infrastructure and to plug in the loopholes,which are lying within the program of digitization of records.

CADRE ISSUES

A. First of all, we would like to state in a nutshell where we stand today cadre wise according to scale of pay: -

Pre-revised Scale of pay	Nomenclature	Cadre Strength	Existing strength	Vacancies	Remarks
14	RO	1585	Around 1430	Around 155	More than 500 ROs enjoy scale 15 through MCAS
15	SRO II	347	278	69	
16	Asst. Director (AD)	440	440	-	
17	Dy. Director (DD)	220	175	45*	Vacancy due to 5 years awaiting time for AD to be eligible to DD
18	Jt. Director (JD)	74	34	40*	Same for DD to be promoted to JD.

Note: It is evident that about (45+40) = 85 (more or less) posts are lying vacant i.e., more than 10% of the service strength even after 1½ years of commencement of the service.

This has been dealt with by our Association by raising the demand of lowering the waiting time which will be elaborated later during cadre-wise analysis.

B. CADRE WISE ANALYSIS

i. Revenue Officer

At the very outset we have mentioned that the fate of the ROs havebeen jeopardized to the extreme. Thus, the onus lies on us to explain in a nutshell to such assessment.

The ratio of RO:SRO II has been brought down to 1585**:**347 i.e.,5**:**1. The cascading effect of such bottleneck is cumulatively moved down the line i.e., the feeder of ROs i.e., RIs. The fact remains that no promotion from RO to SRO-II has been given since July, 2022 which made them deprived of getting the benefit of promotional increment in due time causing a permanent financial loss in the career. We demand immediate publication of list of zone of consideration and order of promotion to the post of SRO II with promotional increment from the date of vacancy to that post which the Department is following in case of promotion to the post of JD from DD and to the post of DD from AD.

Further, the status of SRO IIs as feeder to WBCS (Exe) has been subject to challenge by the Jt. BDOs who are also feeder to WBCS (Exe) cadre along with SRO-II.

Under these circumstances, to compensate the huge imbalance we suggested in form of our demand to absorb the cadre of ROs through merging with SRO-IIs. This also imbibes our demand of rewarding highest scale to ROs of the WBCS Gr C i.e., scale no. 15. The charge on the state exchequer is minimal as 1/3rd of the ROs have already been fixed in scale 15 through MCAS. Moreover, through this merger, the non-functional promotion through MCAS will automatically place the ROs to the 3rd higher scale in due course of time.

Further we demand the retention of the 53% of feeder post to WBCS (Exe) for willing SRO-IIs with direct recruitment in the cadre of SRO-II (i.e., SRO-II + RO). This will lead to a two-tier service structure which is the most scientific one.

ii. SRO II

This hapless cadre lost in the storm of bizarre service (WBLRS) is always under threat. Had this cadre been absorbed entirely into the service (WBLRS) as per our demand, then the balance of RO and Service cadre could have been retained and the whining of the Jt. BDOs to PSC, WB could have been countered with fresh demand of claiming the RO cadre to be rewarded the feeder status to WBCS (Exe). Man, pines for what is not.

In present situation the SRO-IIs willing to join WBCS (Exe) or WBLRS had to bite their nails throughout their waiting period. Thus, agony has also been made more acute by the apathy of our department by not preparing and sending the list of eligible SRO IIs to the PSC, WB in time whereas the Jt. BDOs get promotion to WBCS (Exe) in time due to alertness and efficiency of the P&AR Dept. This acrimony of our department can be done away very easily by intervention of your good self**.** This delay in sending the names is nothing but injustice to the cadre. The standing alibi is the ever-missing SARs and Asset Declarations along with DP/VC reports which obviously gets lost in the quagmire of transportation from district to department. This ill-fated cadre, depleted in cadre strength, balances the entire cadre structure. Normally, the SRO IIs were posted as BLLROs which now has been replaced by the Asst. Directors. Thus, they are also

deprived of gathering the necessary experience as BLLROs. Moreover, now onwards they are posted in other wings i.e., LA, ULC, Thika Tenancy along with SDLLRO & DLLRO Offices. They have to deal with knotty files and legal cases which needs a deft hand, matured through years of on-field experience. Neither they are in any position to provide guidance to BLLROs who are as Asst. Directors and as such are much senior to SRO IIs. The entire deployment has gone inverted by placing greenhands on the higher offices of SDLLROs and DLLROs.

C. SERVICE CADRES (AD/DD/JD)

i. Asst. Directors (Strength 440, Scale 16)

This is the only cadre which has seen full employment after promulgation of Service. They are the experienced SRO IIs who have served as BLLROs and came up to the upper-level offices of SDLLRO and DLLRO. Now they are again pushed to serve as BLLROs. The stagnation in this cadre is due to the 5 years waiting period to get promotion to Dy. Director post. A good number of ADs have already attained the scale 16 through CAS/MCAS before absorption in WBLRS.

ii. Deputy Directors (Strength 220, Existing 175, Scale 17)

The dearth in number has its reason for the eligibility time of 5 years of AD. Hence, the perennial vacancy is subsisting.

iii. Joint Directors (Strength 74, Existing 34, Scale 18)

The fate of this cadre is similar to Dy. Directors as there stands a bar of 5 years of continuous service as Dy. Director to be eligible to be promoted to Jt. Directors.

The general demand for promotion to the post of DD and JD is to lower the waiting period from 5 years to 3 years.

D. LACUNA OF WBLRS

WBLRS is a service that is not to be. This is not considered to be a genuinely constituted service. The list of constituted services as published by the Govt. of West Bengal (enclosed) does not mention WBLRS. Obviously, because the cadre Jt. Directors are headed for a 'cul de sac' as there is no provision of their upward movement. Even a large number of cadres of WBLRS has been denied of the MCAS benefit.

The naivety of the creators of WBLRS have refrained them from considering such provisions of creating posts in upper tier, though they have left open the induction of 20% through direct recruitment in the cadre of Asst. Directors. By dint of sheer CAS/ MCAS, the direct cadres would reach scale 19 without any functional berth in that scale.

We have dealt this in our charter of demands as resolved and accepted in our EGM on 3rd of June, 2023.

E. Now let us sum up our demands for cadres as per scale and other benefits.

1. a. Absorption of RO into SRO II by way of merging the two cadres in scale no. 15.

b. Nomenclature of the new cadre will be SRO II only.

c. SRO II will retain the status & percentage of feeder to WBCS (Exe) as well as WBLRS.

d. Direct recruitment to SRO II cadre through WBCS examination in Group C held by PSC, WB.

2. Waiting period of Asst. Directors and Dy. Director for promotion to be scaled down from 5 years to 3 years and all the vacant posts in the upper tier to be filled w.e.f. the date of vacancy.

3. Immediate filling up of vacancy in each and every cadre.

4. The WBLRS Cadre to be restructured as follows: -

Pre-revised Scale of Pay	**Nomenclature**	**Sanctioned strength**	**Existing cadre**	**Our Demand**	**Remarks**
16	Asst. Director	440	440	650	60% of 1084* 869 (SRO II) + 215 (SRO I) = 1084
17	Dy. Director	220	175	325	30% of 1084
18	Jt. Director	74	34	109	10% of 1084
19	Addl. Director (Ex-officio Jt. Secretary)	-	-	22	20% of 109
20	Addl. Director (Ex-officio Spl. Secretary)	-	-	11	10% of 109
TOTAL		**734**	**649**	**1117**	

Note: The point of departure of our demand for constitution of service is with minimum 1084 cadre strength in combined capacity of SRO-II & SRO-I existing prior to notification. i.e. 869 + 215=1084

We can see that we demand an increase of 383 posts (1117-734) than the existing sanctioned strength of WBLRS.

Now we state our proposal regarding how to balance this increase in posts by way of conversion of same number of posts from the combined cadre of newly formed SRO II i.e., (RO + SRO-II) (1585+347 = 1932)

Out of 1932 posts of newly formed SRO II 383 posts will be converted to different scale tiers of WBLRS as shown in the last figure.

Hence, the ultimate strength of SRO-II will be 1932-383 = 1549.

We have also dealt with the issue of cost to the state exchequer and it reveals that a bulk of ROs are already enjoying scale 15 and a number of SRO IIs are already enjoying scale 16 by CAS/MCAS. Hence, the cost to exchequer it will be, negligible.

Before venturing to our other demands, we would like to state that since inception, ALLO, WB has always demanded for a constituted service consisting of number of entire SRO I and SRO II posts keeping the WBSLRS Gr – I (RO) as the sole feeder to that service by awarding the highest scale of pay to WBSLRS Gr-I in Gr. C of WBCS examination.

But, the fragmented service with 734 posts has created stagnation for ROs.

Though numerically, left out 347 SRO II is the feeder of WBLRS and WBCS (Exe), but practically strength of 1585 ROs is awaiting and offered 347 posts of SRO II for promotion. Under the changed circumstance ALLO, WB has demanded absorption through merger of RO with the posts of SRO II to create a single feeder cadre with nomenclature of SRO II with pre revised scale of 15, who will be feeder to WBCS (Exe) as well as WBLRS.

Our association, as stated, also demanded as increase of service posts from 734 to 1117 for smooth and normal upliftment of the cadre to higher post as given in the figure above. This will pave the way for construction of a genuinely constituted service in the Department. Similar creation of posts has been made in other constituted services. (Copy enclosed)

OTHER DEMANDS

1. Infrastructure: The ISU being the largest wing of the department is chronically suffering from paucity of space particularly at BLLRO level. The footfalls in the BLLRO offices in urban area surpasses the capacity of the built-up area of the offices. These results overcrowding and all other nuisances inside the office. We urge you to kindly pay a visit once in any nearby office like Sonarpur, Bally, Barrackpore any day to avail first-hand experience.

We have a long pending demand, keeping in view of the Vishaka guidelines and subsequently the enactment of sexual harassment of women at workplace (Prevention and Redressal) Act, 2013 that the offices in ISU be revamped and enlarged to provide all such facilities immediately.

Another acute problem in BLLRO offices is generator and providing a car throughout the year. Insufficient water supply, proper electrification, washrooms for the lady employees are also need immediate redressal. Acute shortage of staff like RIs, Amins, UDA, LDA in BLLRO office is creating hindrance in timely discharging of different departmental works.

2. Transfer &posting of cadres: Starting from RO to Jt. Directors, transfer guideline must be extended and followed thoroughly by the authority. After serving a distant place for home, they may be given posting nearer to their home. Apart from ROs which

is looked after by DLRS & Jt. LRC, WB, all other cadres are controlled by Department itself. We feel that the Department falls far behind the expectation due to lack of motivation and other problems. This also applies for promotion of the cadres.

3. Mafia attack on BLLROs & ROs: Often, our cadres at the block level is subjected to the attacks by goons and miscreants particularly during their raid duty against illegal mining of minor minerals. The inadequate police protection is a normal affair. Hence, the service has become hazardous and we along with the authority in districts run after the occurrence of such heinous incidents. But we think prevention is better than cure.

So, the police must be instructed to provide all round protection to BLLROs/ROs in the office as well as on the fields during raids.

4. SARs, Asset Statement, Service book and gradation list of cadres: As have been stated the SARs, Asset Statements are lost during transit from Districts to Department. Online submission of SARs and Asset Statements with proper security to be provided as soon as possible.Hierarchy to be fixed for the service cadres for SAR.

Service book is still maintained manually. While other departments have introduced online maintenance, ours is as usualfar behind.This to be maintained through online WBIFMS portal as per Finance Department's guideline.

5. Stationeries &AMCs of equipment: BLLRO offices are running under acute shortages and dearth in supply of paper, stationery for manual as well as for electronic equipment.

The AMCs are not functioning well in remote Blocks. Thus, the printers and scanners are often goes out of service resulting in public harassment. We find no tangible reason except apathy behind such negligence.

6. Audit, Protection & Development of Banglarbhumi, MRR: The sanctity of the records is the prime concern. The minimal compromise in security is unpardonable.

We demand immediate plugging of loop holes so that any such heinous act can be detected through audit trails and miscreants to be brought to the book.

The speed of the portal Banglarbhumi must be enhanced and developed so that the portal can be accessed easily by everybody to ease up the process of mutation, inheritance, khajna payment etc.

Audit of equipment of MODERN RECORD ROOM **(MRR)** in each BLLRO offices to be commenced immediately. Along with re-installing the equipment which are not in working condition is a burning necessity along with AMC.

7. IT related infrastructure: We demand the increasing the band width from 5 MBPS to 150 MBPS in both Airtel& SWAN.

We also demand increasing of server space including e-Bhuchitra and Banglarbhumi portal.

Thanking you again for allowing or Association to meet for a discussion, which, we hope will lead to certain definite action with positive results. We are proud to announce that only our association had consistently endeavored to establish the ISU during

1980s, which finally took place in 1987, fighting against all odds and vested interests.

It pains us to see ISU going to shreds due to negligence and insecurity of the data.

We vouch ourselves to support any steps taken by the authority to revamp and develop the ISU and other wings and also, we are willing to suggest certain untapped sources of argumentation of revenue earnings in future, if called for.

With Regards,

Enclo: As stated above.

Yours faithfully,

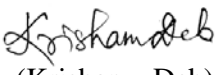

(Krishanu Deb)
General Secretary
Association of Land & Land
Reforms Officers, West Bengal

Memo No.: 22/ALLO/2024 Date: 11.09.2024

To,

The Additional Chief Secretary & Land Reforms Commissioner,
Department of L & LR and RR& R,
Government of West Bengal,
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub: Prioritizing the Cadre related and other issues as per discussion on 06 September 2024 held at your Chamber.

Sir,

We earnestly thank you for the patient hearing in a cordial atmosphere in your chamber on 6 September 2024.

As per the discussion we are presenting a very brief list of priorities that we immediately demand for benefit of the cadres and department as follows:-

1. Merger of total sanctioned strength of WBSLRS Grade-I (i.e. 1585 posts of Revenue Officer) with total sanctioned strength of Special Revenue Officer Grade-II (i.e. 347 posts of SRO-II as per point No. 5 of Notification No. 1200-Estt./1E-02/2020-Apptt. Dated 29/03/2023 of the Department) to form a single feeder cadre with the nomenclature "Special Revenue Officer Grade-II" with pre-revised scale No. 15 and then increase of the post of WBLRS by absorbing 383 posts from this 1932 (1585+347) SRO-II posts.
    a. By this, the pay scale of erstwhile RO (with pre-revised scale No. 14) will be raised to the highestpay scale (Pre-revised scale no. 15) of the officers recruited through WBCS (Exe.) etc Exam in C-group post and subsequently, SRO -II will be recruited through the WBCS (Exe.) etc. Examination in-

stead of WBSLRS Gr-I. The total number of cadre will not be changed.

b. By this, the sanctioned strength of SRO-II (1932-383=1549) will be satisfactory for promotion to the feeder post of WBLRS as well as WBCS (Exe) and there will be no question of curtailment of existing quota of feeder posts (53% of total feeder posts) to WBCS (Exe) posts to prevent stagnancy. No requirement for change of feeder rule for the promotion to the post of WBCS (Executive).
c. By this, the existing facilities/interest of any other cadre recruited by the Public Service Commission, through the WBCS (Exe) etc. Examination will not be disturbed/hampered.
d. By this, there will be negligible financial burden upon the State exchequer because more than 550 Nos. of existing ROs have already reached the pre-revised pay scale no. 15 through MCAS.
e. By this, a total no. of 1117 posts (734+383) in WBLRS will be created which is very much required for upward movement of the base cadre, i.e. SRO-II to mitigate the stagnancy.

2. Immediate promotion of ROs to the post of SRO-IIs to fill up the existing vacancy considering the sanctioned strength of SRO-II being 347.
3. Creation of functional posts in the pre-revised pay scale No.19 and pre-revised pay scale No.20 in the higher tire of WBLRS as per proposal laid down in our memorandum submitted at your kind end on 06.09.2024 to recreate a Constituted State Service in true sense.
4. Filling up of all the existing vacancy in the post of Deputy Director and Joint Director which are lying vacant even after completion of one and half years of creation of WBLRS due to non-fulfillment of eligibility period of 5 years in the immediate lower post by lowering the eligibility period from 5 years to 3 years.
5. Implementation of a systematic, timely and cadre-sympathetic mechanism for transfer and posting of the Officers of the Department.
6. Publication and regular updation of Gradation List of Revenue Officers as well as the officers inducted in WBLRS.
7. Publication of Cadre Schedule of the WBLRS.
8. Streamlining a secured system of filling Declaration of Assets.
9. To resolve the issue of curtailment of MCAS benefit of the Officers already absorbed in the WBLRS.
10. Recruitment in the post of RI, LDA, Sub-Surveyor (erstwhile Amin) etc. as there is huge shortage of staff particularly at Block level.
11. Timely and speedy disposal of Departmental proceedings.
12. Improvement of infrastructural and logistic support at all offices particularly at Block Level.

We believe that we could have impressed your kind self about our prime concern with our base and the largest cadre i.e. Revenue Officers, who had been the victim of circumstances and present imbroglio.

Our prayer may kindly be looked into as the most comprehensive, economic and scientific view with respect to the subject under reference.

Yours faithfully,

(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No.: 22/ALLO/2024 Date: 11.09.2024

To,

The Additional Chief Secretary & Land Reforms Commissioner,
Department of L & LR and RR& R,
Government of West Bengal,
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub: Prioritizing the Cadre related and other issues as per discussion on 06 September 2024 held at your Chamber.

Sir,

We earnestly thank you for the patient hearing in a cordial atmosphere in your chamber on 6 September 2024.

As per the discussion we are presenting a very brief list of priorities that we immediately demand for benefit of the cadres and department as follows:-

1. Merger of total sanctioned strength of WBSLRS Grade-I (i.e. 1585 posts of Revenue Officer) with total sanctioned strength of Special Revenue Officer Grade-II (i.e. 347 posts of SRO-II as per point No. 5 of Notification No. 1200-Estt./1E-02/2020-Apptt. Dated 29/03/2023 of the Department) to form a single feeder cadre with the nomenclature "Special Revenue Officer Grade-II" with pre-revised scale No. 15 and then increase of the post of WBLRS by absorbing 383 posts from this 1932 (1585+347) SRO-II posts.
    a. By this, the pay scale of erstwhile RO (with pre-revised scale No. 14) will be raised to the highestpay scale (Pre-revised scale no. 15) of the officers recruited through WBCS (Exe.) etc Exam in C-group post and subsequently, SRO -II will be recruited through the WBCS (Exe.) etc. Examination instead of WBSLRS Gr-I. The total number of cadre will not be changed.
    b. By this, the sanctioned strength of SRO-II (1932-383=1549) will be satisfactory for promotion to the feeder post of WBLRS as well as WBCS (Exe) and there will be no question of curtailment of existing quota of feeder posts (53% of total feeder posts) to WBCS (Exe) posts to prevent stagnancy. No requirement for change of feeder rule for the promotion to the post of WBCS (Executive).
    c. By this, the existing facilities/interest of any other cadre recruited by the

Public Service Commission, through the WBCS (Exe) etc. Examination will not be disturbed/hampered.

d. By this, there will be negligible financial burden upon the State exchequer because more than 550 Nos. of existing ROs have already reached the pre-revised pay scale no. 15 through MCAS.
e. By this, a total no. of 1117 posts (734+383) in WBLRS will be created which is very much required for upward movement of the base cadre, i.e. SRO-II to mitigate the stagnancy.

2. Immediate promotion of ROs to the post of SRO-IIs to fill up the existing vacancy considering the sanctioned strength of SRO-II being 347.
3. Creation of functional posts in the pre-revised pay scale No.19 and pre-revised pay scale No.20 in the higher tire of WBLRS as per proposal laid down in our memorandum submitted at your kind end on 06.09.2024 to recreate a Constituted State Service in true sense.
4. Filling up of all the existing vacancy in the post of Deputy Director and Joint Director which are lying vacant even after completion of one and half years of creation of WBLRS due to non-fulfillment of eligibility period of 5 years in the immediate lower post by lowering the eligibility period from 5 years to 3 years.
5. Implementation of a systematic, timely and cadre-sympathetic mechanism for transfer and posting of the Officers of the Department.
6. Publication and regular updation of Gradation List of Revenue Officers as well as the officers inducted in WBLRS.
7. Publication of Cadre Schedule of the WBLRS.
8. Streamlining a secured system of filling Declaration of Assets.
9. To resolve the issue of curtailment of MCAS benefit of the Officers already absorbed in the WBLRS.
10. Recruitment in the post of RI, LDA, Sub-Surveyor (erstwhile Amin) etc. as there is huge shortage of staff particularly at Block level.
11. Timely and speedy disposal of Departmental proceedings.
12. Improvement of infrastructural and logistic support at all offices particularly at Block Level.

We believe that we could have impressed your kind self about our prime concern with our base and the largest cadre i.e. Revenue Officers, who had been the victim of circumstances and present imbroglio.

Our prayer may kindly be looked into as the most comprehensive, economic and scientific view with respect to the subject under reference.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

(Krishanu Deb)
General Secretary

শ্রদ্ধায়-স্মরণে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

১৯৪৪-২০২৪

গত ৮ই আগস্ট, ২০২৪ জীবনাবসান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-এর, দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকার পর কলকাতায় তাঁর পাম এভিনিউস্থিত নিজ বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর।

মননে ও কাজে দৃপ্ত শ্রীভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৪ সালে, পিতা নেপাল ভট্টাচার্য ও মা লীলা ভট্টাচার্য, তাঁদের পরিবার ছিল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবৃতয। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর কাকা। তাঁর শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। শৈলেন্দ্র সরকার ইনস্টিটিউট থেকে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হন বাংলায়। ছাত্রাবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে ছাত্র রাজনীতি এবং তারপরে যুব-আন্দোলনে তিনি অংশ নেন এবং ক্রমে নেতৃত্বে উঠে আসেন। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে রাজ্যে উত্তাল গণ-সংগ্রামের দিনে যুব, ছাত্র এবং গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। সেই বছরই মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রগতিমুখী, জনগণ-সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের লক্ষণীয় বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় তিনি এর সঙ্গে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরেরও দায়িত্ব পান। ১৯৯৬ সালে পঞ্চম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের দায়িত্ব পান। ২০০০ সালের শেষদিকে স্বাস্থ্যের কারণে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০১ এবং ২০০৬ সালে ষষ্ঠ এবং সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে

একাদিক্রমে প্রায় একদশক তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে দায়িত্বভার পালন করেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীরূপে পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বামফ্রন্টের নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে আন্তরিকতভাবে রূপায়ণের চেষ্টা চালিয়েছেন, কর্মসংস্থানের জন্য ছোট মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে তাঁর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট-মন্ত্রীসভা সফলও হয়েছিল। বিরোধীদের হিংসাত্মক আন্দোলন যদিও তার চূড়ান্ত সফলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। কুৎসিত আক্রমণের মুখেও তিনি জনগণের রাজনৈতিক বোধের ওপরে নির্ভর করেই পদক্ষেপ নিতেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি ছিলেন দৃঢ়। এই প্রশ্নে বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অন্তরের যোগ ছিল। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। নিজে অনুবাদ করেছেন মায়াকোভস্কির কবিতা, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, কাফাকার রচনা। জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর তাঁর লেখা বই বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। নিজে কবিতা লিখেছেন, নাটক রচনা করেছেন আবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বামপন্থী রাজনৈতিক বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা লিখেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের অভিজ্ঞতা নিয়েও বই রয়েছে—'ফিরে দেখা' (দুই খণ্ডে)। চলচ্চিত্র সম্পর্কে শুধু ওয়াকিবহাল ছিলেনই না, মাধ্যম হিসেবে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে তার ব্যবহারে তিনি বিশেষভাবে উৎসুক ছিলেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলেছিলেন তিনি। জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবন গড়ে তোলা ও কলকাতায় আন্তর্জাতিক মানের প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্র-চর্চার কেন্দ্র রূপে 'নন্দন' গড়ে তোলায় তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অনাড়ম্বর, সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী শ্রী ভট্টাচার্যের জীবনচর্যা 'সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং'-এর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত যা রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমতের মানুষজনের মনেও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সহধর্মিনী মীরা ভট্টাচার্য এবং একমাত্র সন্তান সুচেতন-এর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চির-অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—

দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃত্বে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক **সীতারাম ইয়েচুরি,** বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ **এ.জি. নুরানি,** ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী **নটবরং সিং,** প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার **অংশুমান গাইকোয়াড়,** বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক, কলকাতা শহরের 'পদাতিক ইতিহাসবিদ' **পরমেশ্বরন থনকপ্পন নায়ার (পি.টি. নায়ার),** আর্জেন্টিনার খ্যাতনামা ফুটবলার **সেসার লুই মেনোত্তি,** বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক **উৎপলেন্দু চক্রবর্তী,** আলবেনিয়ার প্রথিতযশা সাহিত্যিক **ইসমাইল কাদারে,** নোবেল পুরস্কার জয়ী সাহিত্যিক **অ্যালিস মানরো,** আকাশবানী ও দূরদর্শনের খ্যাতনাম্নী সংবাদ পাঠিকা **ছন্দা সেন,** বর্ষীয়ান বাঙালী কবি **রত্নেশ্বর হাজরা** সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

গত ৯ই আগস্ট কলকাতার আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ-এ কর্মরতা অবস্থায় নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন পি.জি.টি ট্রেনী এক তরুণী মহিলা চিকিৎসক। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়ে অপরাধীদের সনাক্তকরণ, দ্রুত শাস্তিবিধানের দাবীতে গণকণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদেরও উচ্চারণ—'We demand Justice!'

কেরালার ওয়েনাডে বিধ্বংসী ভূমিধ্বস ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বলি হয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায়, গাজা ভূখণ্ডে জায়নবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়ে দেশে-বিদেশে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ
দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

আলো

মার্চ - আগষ্ট ২০২৪

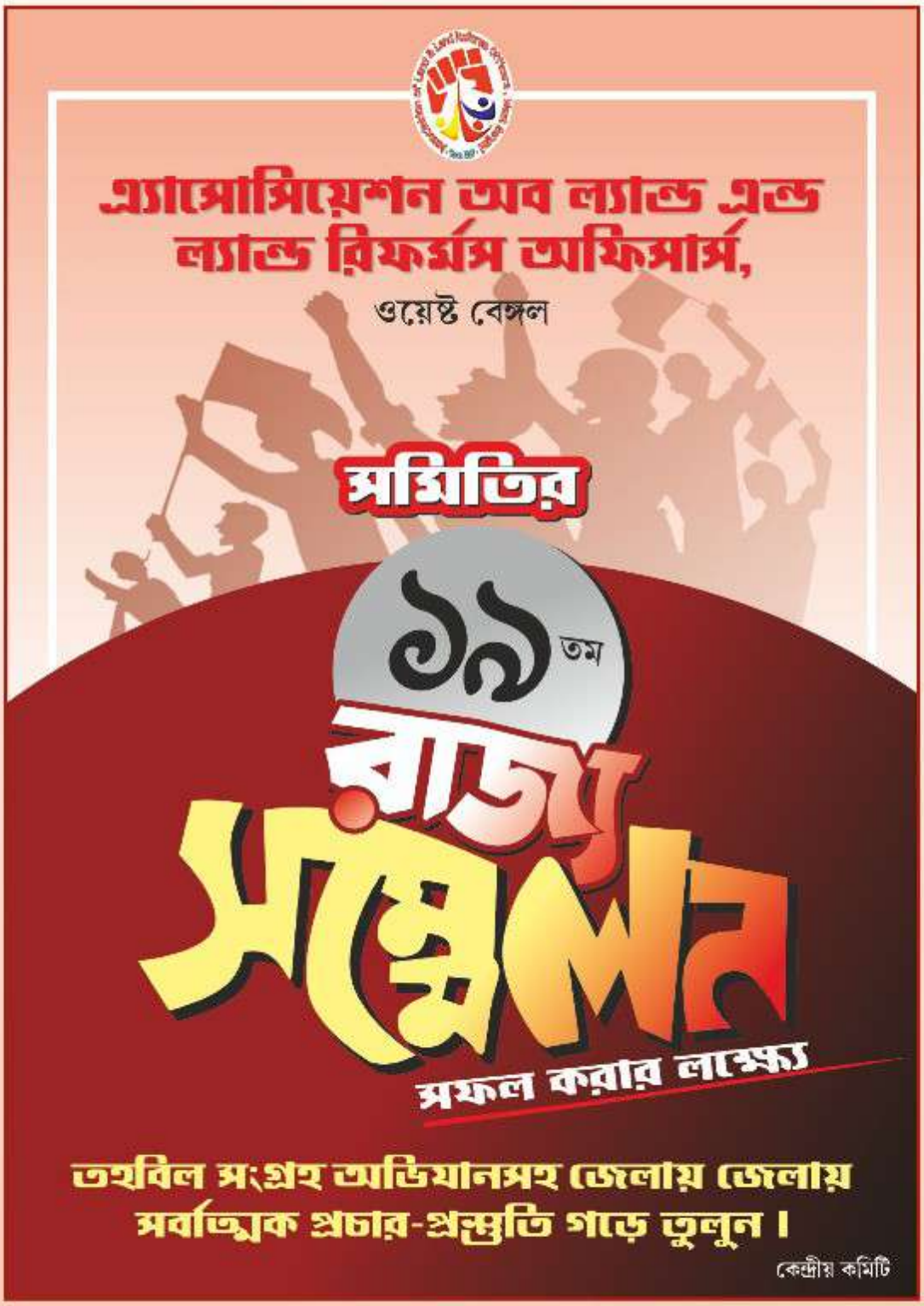

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯